উন্নয়ন অন্বেষন
UNNAYAN ONNESHAN

ব্যতিক্রমী সময়ে গতানুগতিক বাজেট

২০১৬-১৭ বাজেটের একটি দ্রুত পর্যালোচনা

জুন ২০১৬

স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'উন্নয়ন অন্বেষণ'এর ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট পর্যালোচনায় প্রকাশ করা হয়েছে যে গতানুগতিক প্রস্তাবনাসমূহে বিনিয়োগ স্থবিরতা, অবকাঠামো ঘাটতি, বেকারত্ব বৃদ্ধি, বর্ধমান আয় বৈষম্য ও প্রাতিষ্ঠানিক ভঙ্গুরতার সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কৌশল অনুপস্থিত ।

বেসরকারি বিনিয়োগের ক্রমহ্রাসমান পরিস্থিতি লক্ষণীয় । ২০১৪-১৫ অর্থবছর বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ২২.০৭ শতাংশ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২১.০৪ শতাংশে দাঁড়ায় এবং সরকারি বিনিয়োগের ক্রমবর্ধমান হার লক্ষণীয় । ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট জিডিপি'র ৬.৮২ শতাংশ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭.৬ শতাংশ হয় । উভয় দিকে বিবেচনায় নিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বলছে যে, অর্থনীতিতে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি ব্যহত হওয়ায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে ।

সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় সঞ্চয়ের ক্রমহ্রাসমান হারের দিকে দৃষ্টি দিয়ে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেখায় যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জাতীয় সঞ্চয় জিডিপির ২৯.০২ শতাংশ ছিল যা ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে যথাক্রমে ২৯.০২ শতাংশ ও ৩০.০৮ শতাংশ হয় ।

সেই সঙ্গে অবৈধ উপায়ে মূলধন পাচারের কারনে অর্থনীতিতে পর্যাপ্ত মূলধন গঠনের অভাব রয়েছে যা জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে প্রয়োজনীয় পরিমানে বাড়তে দিচ্ছে না । পরিসংখ্যানে দেখা যায় ২০০৪ থেকে ২০১৬ সালে প্রতিবছর গড়ে ৫৫৮৭.৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ অবৈধভাবে পাচার হয়েছে । ২০১০ সালে অবৈধ অর্থের পাচারের পরিমান ৫৪০৯.২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল যা ২০১১ সালে বেড়ে যথাক্রমে ৫৯২১.৩৩ মিলিয়ন ৭২২৫.১৪ মিলিয়ন ও ৯৬৬৫.৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় ।

প্রাতিষ্ঠানিক দূর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করে প্রতিষ্ঠানটি বলে করে যে, রাজনৈতিক প্রভাব দোষে দুষ্ট পরিচালনার কারনে রাষ্টীয় ব্যাংক গুলোতে অব্যবস্থাপনা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শিথিল তদারকি, এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিজের দূর্বলতা সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ।

অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার বিপরীতে বাস্তবায়নের ধীরগতিকে বিবেচনায় রেখে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' মন্তব্য করে যে, এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রকল্প বাস্তবায়ন খরচ বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে এবং ইকনোমিক রেন্টকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগকে অদক্ষ করে তোলে । যেমন, প্রতি কিলোমিটার ৪ লেন বিশিষ্ট মহাসড়ক নির্মাণে বাংলাদেশ ৫৯ কোটি টাকা ব্যয় করে যেখানে চীন ও ভারত যথাক্রমে মাত্র ১৩ কোটি ও ১০ কোটি টাকা ব্যয় করে ।

অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সাথে বাজেট ঘাটতিও বৃদ্ধি পেয়েছে. ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে ঘাটতির পরিমান ৯৭৮৫৩ কোটি টাকা ধরা হয়েছে যা বছর শেষে ১০০৪৮৫.৫ কোটি টাকায় দাড়াতে পারে বলে 'উন্নয়ন অন্বেষণ মনে করে.

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কথা বিবেচনায় নিয়ে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' সতর্ক করছে যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অনুন্নয়ন ব্যয়ের ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি জনিত ৯৭৮৫৩ কোটি টাকা বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য দেশীয় খাত থেকে ৬১৫৪৮কোটি টাকা, বিদেশী খাত থেকে ৩০৭৮৯ কোটি টাকা ঋণ এবং ৫৫১৬ কোটি টাকা বৈদেশিক অনুদান

নেওয়ার কথা বলা হয়েছে ফলে ধার্যকৃত মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা ৫.৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পাওয়ার আশংঙ্কা রয়েছে।

যদি সরকার প্রস্তাবিত ৩৪০৬০৫ কোটি টাকার বাজেট সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে যায়, যদিও তার সম্ভাবনা কম। তবে সরকারকে ২৪২৭৫২ কোটি টাকা রাজস্ব আয়ের জন্য অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ধার্যকৃত প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রার অধিক ঋণ নিতে হবে। এই সম্ভাবনা প্রকট হবে কারণ লক্ষ্যমাত্রানুযায়ী রাজস্ব আয় হওয়ার সম্ভাবনা একদিকে যেমন কম, অন্যদিকে বৈদেশিক উৎস থেকে প্রস্তাবিত ৩০৭৮৯ কোটি টাকার ঋণ সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনাও কম।

'উন্নয়ন অন্বেষণ' লক্ষ্য করেছে যে, বর্তমান বাজেটে সামাজিক খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হ য়েছে যদিও তা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেমের তুলনায় কম. সাম্প্রতিক সময়ে আনুপাতিক হারে কমে যাচ্ছে। ফলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যানে উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হতে পারে। অপরদিকে দ্রারিদ্র দূরীকরণের হার হ্রাস পাচ্ছে এবং যুব ও শিক্ষিত বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' আশঙ্কা প্রকাশ করছে যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২০৩১৫২ কোটি টাকার রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ও সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ২৬৩৭০ কোটি টাকার পার্থক্য বিরাজমান। রাজস্ব আদায়ের বর্তমান প্রবণতা বিবেচনায় রেখে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি মনে করে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় ১৭৮৫০০ কোটি টাকা হতে পারে।

এনবিআর কর সংগ্রহের বিভিন্ন উৎস বিশ্লেষন করলে পাওয়া যায় যে, ৭১৯৪০ কোটি টাকা আয়কর এবং ৭২৭৬৪ কোটি টাকা মূল্য সংযোজন কর থেকে সংগ্রহীত হবে, অর্থাৎ দরিদ্র এবং স্বল্প আয়ের জনগণের ওপর করের বোঝা ধনী ও উচ্চ আয়ের লোকদের চেয়ে বেশি হবে। সাম্প্রতিক সময়ে অবৈধ অর্থ পাচারের সাথে সাথে ভৌত অবকাঠামো খাতে খরচ বৃদ্ধিজনিত ইকনোমিক রেন্ট দেশের উন্নয়নে জনগণের যে আর্থায়ন প্রচেষ্টা তাকে নিরুৎসাহিত করবে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির দূর্বল বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি সংশয় প্রকাশ করে জানাচ্ছে যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত ১১০৭০০ কোটি টাকা সম্পূর্ণ ব্যবহৃত নাও হতে পারে। ২০১৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত ৯৭০০০ কোটি টাকার ৫০.১৮ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নের প্রবণতা অনুযায়ী 'উন্নয়ন অন্বেষণ' প্রক্ষেপণ করছে ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৯৯৬৩০ কোটি টাকা বাস্তবায়ন করা হতে পারে।

উৎপাদন খাতে কর্মসংস্থান বান্ধব বাজেট বরাদ্দের আহবান জানিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্ত নিয়ে দেখায় যে, ২০০০-২০১০ সময়ে বেকার মানুষের সংখ্যা প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৫.২৯ শতাংশ হারে বেড়েছে এবং ২০০০ সালের ১.৭০ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ২০১০ সালে ২.৬০ মিলিয়নে দাঁড়ায়। অন্যদিকে ১০.৬ মিলিয়ন মানুষ দিন মজুর হিসেবে কাজ করছে যাদের কোন চাকুরীর নিরাপত্তা নেই। এই প্রবণতাকে বিবেচনায় রেখে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' মনে করে যে, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হতে হলে অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ ২ শতাংশ হারে বাড়াতে হবে।

অপ্রগতিশীল কর কাঠামোর বৈশিষ্ট্য হল সংকীর্ন ভিত্তি, কর পরিহার ও পলায়ন। এতে বন্টনমূলক ন্যায্যতার অভাব, আয়ের বৈষম্য ও নারী-পুরুষ অসমতা, ও কর্মসুযোগহীন প্রবৃদ্ধি বিরাজ করে। ফলশ্রুতিতে একটি

ক্রিয়াশীল রাষ্ট্রের প্রয়োজন যা সৃজনশীল সামাজিক নীতি কাঠামো অনুযায়ী সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করবে" -বলে মত প্রকাশ করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ'।

একটি বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজস্ব ব্যবস্থাপনা নীতির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বরোপ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বলে যে, প্রস্তাবিত কার্যক্রমগুলো অর্থনীতিতে ঘাটতি, ঋণ ও ভর্তুকি ব্যবস্থাপনায় পর্যাপ্ত নয়।